২০১৯-২০ অর্থ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্যোগসমূহের তালিকা;

ক্রমিক নং	উদ্যোগ সমূহ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	মন্তব্য
১	কৃষকের অ্যাপ	বোরো বা আমন সংগ্রহ মৌসুমের শুরুতে কৃষক নিবন্ধন ও নিবন্ধিত কৃষক কর্তৃক ধান সরবরাহের আবেদন প্রেরণের জন্য আগ্রহী কৃষকের নিকট হতে অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গ্রহণ করা হয়। কৃষক নিবন্ধন ও ধান সরবরাহের আবেদন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা যাচাই বাছাই করে অনুমোদন করেন। আতঃপর, উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি চূড়ান্ত তালিকা হতে এক ক্লিকেই সিস্টেমের মাধ্যমে লটারি সম্পন্ন করেন। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক লাটারিতে নির্বাচিত কৃষককে ধান সরবরাহের সময়সীমা উল্লেখ করে অ্যাপের মাধ্যমে বরাদ্দাদেশ জারি করেন। বরাদ্দাদেশ জারির সাথে সাথে নির্বাচিত কৃষক ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অবহিত হয়। এছাড়াও কৃষক অ্যাপের মাধ্যমে বা অনলাইন সিস্টেমে জানতে পারে সে নির্বাচিত কি'না। নির্বাচিত কৃষক বিনির্দেশ সম্পন্ন ধান গুদামে সরবরাহ করলে কৃষকের ব্যাংক হিসাবে মূল্য পরিশোধ করার জন্য সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংকে ওমম সনদ প্রেরণ করা হয়। কৃষককে গুদামে আসতে হয় না। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
২	এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিতরণকৃত সিল প্রদান	ডি.ও গ্রহীতা কর্তৃক খাদ্যশস্যের সরবরবাহ নেয়ার জন্য ট্রাক/উপযুক্ত যান গুদামের লোডিং ডকে প্লেস করা হয়। এলএসডির শ্রমিকগণ খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা ট্রাক/যানে বোঝাইকালে রাবার স্ট্যাম্প ও কাঠের দ্বারা তৈরি বিতরণকৃত সিলে অমোচনীয় লাল রং লাগিয়ে প্রত্যেক বস্তার গায়ে **'বিতরণকৃত, বিতরণের খাতের নাম, বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি'** সিল প্রদান করা হয়। সিলের আকার ৮ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি। রেড হান্ডেড রংয়ের সাথে ফ্লেক্সো থিনার মিশিয়ে লাল রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। ট্রে'র মধ্যে রাখা ফোমে রংয়ের মিশ্রণ ঢালা হয় এবং উক্ত রংয়ের মধ্যে রাবার স্ট্যাম্প ছাপ দিয়ে খাদ্যশস্যের বস্তায় 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান করা হয়। থিনার ব্যবহারের কারণে রং দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়।	বাস্তবায়িত
৩	খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান।	কাঠের ফ্রেমে কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপারে মিলের নাম, ঠিকানা, সংগ্রহ মৌসুম, এলএসডির নাম, জেলা, উৎপাদনের সময় লিখে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের ভিতরের বর্ডারের পরিমাপ: ১৬ ইঞ্চি × ১৪ ইঞ্চি। মূল অক্ষর ও সংখ্যার আকার ১.২৫ ইঞ্চি - ১.৫ ইঞ্চি। পানির মধ্যে সবুজ পাউডার রং ও লিকুইড সাদা গাম মিশিয়ে রংয়ের মিশ্রণ তৈরি করা হয়। একটি টেবিলে খালিবস্তা রেখে তার উপর (খাদ্য অধিদপ্তরের লোগে সম্বলিত বস্তার অপরপিঠ) স্ক্রিন প্রিন্টের ডিজিটাল স্টেনসিল ফ্রেমটি রাখা হয়। স্ক্রিন প্রিন্টের উপর প্রস্তুতকৃত রংয়ের মিশ্রণ ঢেলে রাবার লাগানো কাঠের হ্যান্ডেল দ্বারা ঘষা দিয়ে স্টেনসিল ছাপ প্রদান করা হয়। স্টেনসিল দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং স্পষ্ট হয়। মিলার নিজ খরচে তার মিলের জন্য ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করেন এবং নিজের মিলে এলএসডি হতে সরবরাহকৃত সরকারি বস্তায় মিল ও এলএসডির ডিজিটাল স্টেনসিল ছাপ (স্ক্রিন প্রিন্ট) প্রদান করেন।	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	আইডিয়া/ সেবার নাম	সমস্যার ধরন/কারণ	সমস্যা সমাধান	টিম লিডার	সিদ্ধান্ত
০৪	খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির ভোক্তা কার্ড।	কাগজের কার্ড নষ্ট হওয়ার কারণে ভোক্তা যথা সময়ে চাল উত্তোলন করতে পারে না ,এতে অর্থ সময় ও হয়রানির শিকার হয়।	ডিজিটাল কার্ড বিতরণের মাধ্যমে কার্ডের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি ও প্রকৃত ভোক্তাদের যথাসময়ে চালপেতে সহায়তা করা।	মোঃ হাসান আলী মিয়া উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মস্থল:উপজেলাখাদ্যনিয়ন্ত্রকেরদপ্তর, ভালুকা ময়মনসিংহ মোবাইল: ০১৭৩৩৩৩৮৯১৮	নতুন উদ্ভাবন প্রকল্প ডিজাইন গ্রহণ করে ইনোভেশন টিমের নিকট প্রেরণ করবেন।
০৫	চাল সংগ্রহের চুক্তিপত্র সম্পাদন।	উপজেলা হতে জেলার দূরত্ব বেশী হওয়ায় মিলারগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল মিলারগণ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। জেলার সকল মিলার উক্ত দপ্তরে একত্রিত হলে স্থান সংকুলানের অভাব ও কাজের দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেয়। ফলে মিলারগণ ভোগান্তির স্বীকার হয়ে থাকে।	চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও মূল্য সম্পর্কিত তথ্যাদি উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় হতে টেলিফোনিক এবং খুদে বার্তার মাধ্যমে মিলারগণকে অবহিতকরণ। মিলারগণ বরাদ্দ পত্রের আবেদনের সাথে আনুসঙ্গিক কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে দাখিল করবেন। দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি যাচাইয়ান্তে সঠিক পাওয়া গেলে মিলারগণ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সম্মুখে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। মিলের অনুকূলে বরাদ্দ পত্র জারি করার জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র ও আনুসঙ্গিক কাগজপত্রাদি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রাপ্ত কাগজপত্র যাচাইয়ান্তে বরাদ্দ পত্র জারি করবেন । জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাদ্দ পত্র ই-মেইলযোগে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/মিলারগণের নিকট প্রেরণ করবেন। ফলে মিলারগণ স্বল্প সময়ে, বিনা খরচে, চালের বরাদ্দ পত্র পাবেন।	জনাব এন.এম রফিকুল আলম, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল। মোবাইল: ০১৭৩৩-১১৯৪৬৬ ucftantailsadar0@gmail.com	নতুন উদ্ভাবন প্রকল্প ডিজাইন গ্রহণ করে ইনোভেশন টিমের নিকট প্রেরণ করবেন।
০৬	পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।	খাদ্য বিভাগের বিতরণ খাতে সাধারণ মানের চাল ও কিছু ক্ষেত্রে আটা দেয়া হয়। শুধুমাত্র বগুড়া জেলার তিনটি উপজেলায় ভিজিডি খাতে পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল দেয়া শুরু হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও এসডিজি বাস্তবায়নে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চয়তার অঙ্গীকার রয়েছে। দরিদ্র ও হতদরিদ্র ভোক্তাগণ পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে একেবারেই অসচেতন। ভোক্তাগণ কোন	• দরিদ্র/হতদরিদ্র ভোক্তাদের চাল, পুষ্টি চাল (ভিটামিন এ, বি-১২, ফলিক এসিড, জিংক, আয়রণ ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ), আটা, ডাল ও ভোজ্য তৈল এর পুষ্টিগুণ এবং নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করা • নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে উঠান বৈঠক, সভা, ছবিযুক্ত পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দরিদ্র/হত দরিদ্র (বিশেষ করে গর্ভবতী, দুগ্ধ দানকারী মাতা, প্রতিবন্ধী, দু:স্থ নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অসহায় মুক্তিযোদ্ধা)	জনাব এস.এম.সাইফুল ইসলাম, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া মোবাইল: ০১৭১১-১৫৬৯০২ saifulislamdcf@gmail.com	বর্তমান প্রস্তাবনায় কিছু সংশোধন এনে পুনঃ প্রস্তাব পেশ করার পাশাপাশি বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে ইনোভেশন টিমকে অবহিত করতে হবে।

		খাদ্যশস্যে কিধরণের পুষ্টি গুণ রয়েছে তা জানে না। এরা সাধারণ মানের খাবার অপরিচ্ছন্ন/অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য গ্রহণ করায় পুষ্টিজনিত নানাবিধ রোগে ভুগছে। পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রচার-প্রচারণার অভাব থাকার কারণে নিম্নবিত্তরা এ বিষয়ে জানতে পারছে না। পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয়ে দরিদ্রদের সামর্থের অভাব রয়েছে।	ভোক্তাদের যদি কেউ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় না থাকে তবে তাদেরকে এ কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত করা হবে। • সাধারণ চালের পাশাপাশি আটা, ডাল সরবরাহের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করা হবে। • জেলার বিভিন্ন বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মকর্তার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। টার্গেটকৃত ভোক্তাদের পুষ্টিগুণ ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি দেওয়ার জন্য উপজেলা পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি কর্ণার স্থাপন করা হবে। • ভোক্তাদের বাড়ির আঙ্গিনায় বিভিন্ন ফলজ ও ভেষজ গাছ রোপণের উৎসাহিত করা হবে।		
০৭	ভি-ইনভয়েসের মাধ্যমে পণ্য প্রেরণ/প্রাপ্তি।	তথ্য ঘাটতির ফলে প্রাপক কেন্দ্র মালামাল বুঝে নেওয়ার সাথে সাথে প্রেরক কেন্দ্রকে অবহিত করার কোন ব্যবস্থা নাই। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হলেও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। প্রাপক কেন্দ্র যথাসময়ে মালামাল না পাওয়ার ফলে সরকারী বিলি বিতরণের সমস্যার সৃষ্টি হয়। পণ্যের গুনগত মান অবনতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়।	একটি মোবাইল এ্যাপস তৈরী করে এ্যাপস এর মাধ্যমে বোঝাইকৃত পরিবহনের ছবি, চালকের ছবিসহ যাবতীয় তথ্যাদি প্রাপক কেন্দ্রসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ কেন্দ্র অবহিত করবে। অনুরুপভাবে প্রাপক কেন্দ্র প্রেরিত মালামাল সঠিকভাবে বুঝে পাওয়ার পর যাবতীয় তথ্য প্রেরণ কেন্দ্র সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ্যাপস এর মাধ্যমে অবহিত করবে।	জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। মোবাইল: ০১৭১১-৫৮৫৬৭১ yasimali2067@gmail.com	বর্তমান প্রস্তাবনায় কিছু সংশোধন এনে পুনঃ প্রস্তাব পেশ করার পাশাপাশি বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে ইনোভেশন টিমকে অবহিত করতে হবে।
০৮	খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে চাল বিতরণ।	খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত ডিলার সরকারি নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে সরকার নির্ধারিত সময় ব্যাপী দোকান খোলা না রেখে অনৈতিক উপায়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিধি-বহির্ভূতভাবে বেশ কিছু সংখ্যক ভোক্তার কার্ড নিজের জিম্মায় রেখে ভোক্তাকে তার প্রাপ্য চাল না দিয়ে তা আত্মসাত করেন। এর ফলে ভোক্তাগণ প্রাপ্ত চাল হতে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি ভোক্তার সময় ও অর্থের অপচয় হয়।	ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক হতদরিদ্রের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত তালিকা পরবর্তী সময়ে উপজেলা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন পূর্বক অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত তালিকার ভোক্তাগণের ফিঙ্গার প্রিন্টসহ ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হবে। অপরদিকে ডিলার নিয়োগের জন্য উপজেলা কমিটি কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আগ্রহী ব্যক্তিগণ আবেদন করেন। প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলো যাচাই-বাছাই করত: ডিলার নির্বাচন পুর্বক ইউনিয়নভিত্তিক ডিলার নিয়োগ করা হয়। নিয়োগকৃত ডিলারগণকে অনুমোদিত ভোক্তার ডাটাবেইজ সমৃদ্ধ তালিকা প্রদান করা হয়। ডিলার ভোক্তার সংখ্যানুযায়ী সরকার নির্ধারিত হারে ব্যাংকে চালান জমা করেন। চালান জমা হওয়ার পর জমাকৃত চালান	জনাব মোহাম্মদ আশ্রাফুজ্জামান, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর মোবাইল: ০১৭১৬০৬৯৬৭৫ ashraf1980.m@gmail.com	ভোক্তার দোরগোড়ায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর চাল পৌছেঁ দেয়ার প্রস্তাবটি ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে ইনোভেশন টিমকে অবহিত করতে হবে।

			উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে জমা প্রদান করেন। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক চালান যাচাই করে ডিও ইস্যু করেন। ডিও ইস্যু করে ডিওর কপি সংশ্লিষ্ট ডিলার ও এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান/প্রেরণ করেন। ডিও অনুযায়ী এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাল বিলি করেন। ডিলার উত্তোলিত চাল তার নিজ দোকানে মজুদ করবেন। অত:পর দোকানে মজুদকৃত চাল এলাকা ভিত্তিক ভোক্তার ঠিকানা অনুযায়ী বিতরণের উদ্দেশ্যে ডিলার বা তার প্রতিনিধি খাদ্য বিভাগের প্রতিনিধিসহ ভোক্তাগণের বাড়ীতে গমন করবেন। ডিলার বা তার প্রতিনিধি ৩০০/- টাকা ভোক্তার নিকট হতে গ্রহণ করে ভোক্তার দোড়গড়ায় তথা ভোক্তার হাতে ৩০ কেজি চাল হস্তান্তর করবেন।		
০৯	খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী ।	সেবা অধীকারী ভোক্তা যাচাইকরনে অনিয়ম,তালিকায় অনিয়ম, হতদরীদ্রদের চিহ্নিত করতে না পারা ও হতদরীদ্র জনগন সেবা না পাওয়া ও একাধিক সুবিধা ভোকারী ভোক্তা।	১. খাদ্য বিভাগ ইউনিয়নে গিয়ে ইউনিয়ন খাদ্যবান্ধব কমিটির সংগে মতনিনিময় করবেন। ২. সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে সরকারী নীতিমালার বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করণ। ৩ .জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর ও মোবাইল নম্বর সহ তালিকা তৈরী। ৪. ভিজিডি খাতে সুবিধাভোগীদের তালিকা সংগ্রহ। ৫.ডাটাবেজ সফট্ওয়ারে অন্তভুক্তকরন। ৬.খাদ্যবান্ধব কাড ইস্যুকরণ্	জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী হায়দার, সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ, সংযুক্তিঃ চলাচল,সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ,খাদ্য অধিদপ্তর। মোবাইল: ০১৭১৭৫৪৭০০৫	পরবর্তী সভায় তাঁর আইডিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়।
১০	বেসরকারি খাদ্য শস্যের মজুদের তথ্য।	বেসরকারি খাদ্য শস্যের মজুদের সঠিক পরিমান পাওয়া না গেলে বাজার দরের নিয়ন্ত্রন ও দেশের খাদ্য শস্যের চাহিদার অনুকুলে সংগ্রহ/ আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।	মজুদ সংক্রন্ত আইনটি সহজ ভাষায় লিফলেট আকারে তৈরি করে ব্যবসায়ীদের মাঝে প্রচার করা। ব্যবসায়ী সমিতির সাথে মতবিনিময় করা এবং নিদিষ্ট ছকটি ব্যবসায়ীদেরকে হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়া। খাদ্য বিভাগের প্রতিনিধি দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তার মজুদকৃত খাদ্য শস্যের সার্বিক মজুদ পরিমান যাচাই পূর্বক প্রতিবেদন গ্রহণ করা।	জনাব আবু সাঈদ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দৌলত খান, ভোলা। মোবাইল: ০১৭১২৫০৭৯৩২ abusayed1973@gmail.com	এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে ইনোভেশন টিমকে অবহিত করতে হবে।